[redacted]

[redacted]

অনলাইন ক্যাসিনোর এজেন্ট ওয়াসিম হালদার গ্রেপ্তার

অনলাইন ক্যাসিনো প্ল্যাটফর্মের এজেন্ট হিসেবে পরিচিত ওয়াসিম হালদারকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। সাইবার সুরক্ষা আইনের একটি মামলার পলাতক আসামি হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন ডিবির ওসি প্রদীপ কুমার সানা।

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ডিবি পুলিশের একটি দল মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের একটি দোকানে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। পরে তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি সূত্র জানা গেছে, ওয়াসিম হালদার মুজিবনগর থানায় দায়ের হওয়া সাইবার সুরক্ষা আইনের একটি মামলার এজাহারভুক্ত পলাতক আসামি। মামলাটি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। তাকে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে আদালতে পাঠানো হবে।

এর আগে অনুসন্ধানে উঠে এসেছিল, ওয়াসিম হালদার বাংলাদেশের প্রথমদিকের (1xBet) অনলাইন ক্যাসিনোর এজেন্টদের একজন হিসেবে কাজ করতেন। অনুসন্ধানে আরও জানা গিয়েছিল, তিনি শুধু বাংলাদেশেই নয়, ভারতেও ক্যাসিনোর এজেন্ট নেটওয়ার্ক পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

ডিবির ওসি প্রদীপ কুমার সানা বলেন, আদালতে বিচারাধীন মুজিবনগর থানার সাইবার সুরক্ষা আইনের মামলায় পলাতক আসামি হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোন ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। সেখানে অনলাইন জুয়া বা অন্য কোনো সাইবার অপরাধের তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে নতুন করে সাইবার আইনে মামলা করা হবে। অন্যথায় তাকে পূর্বের মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হবে।

গাংনীতে র্যাবের অভিযানে জুয়ার এজেন্ট আটক, ল্যাপটপ-স্মার্টফোন জব্দ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মো. আরিফুল ইসলাম (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-১২।

বুধবার দিবাগত রাত ১২ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নওপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করা হয়।

এ সময় তার কাছ থেকে অনলাইন জুয়া পরিচালনায় ব্যবহৃত একটি ল্যাপটপ, দুটি স্মার্টফোন, চারটি সিমকার্ড এবং নগদ ১ হাজার ৯৭০ টাকা জব্দ করা হয়েছে।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ্ত সরকার, পিপিএম স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

র্যাব জানায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবহার করে ওয়ান এক্স বেট, ওয়ান এক্স পার্টনারস, মেইলবেট এর মাধ্যমে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন প্রলোভনমূলক প্রচারণা ও রেফারেল লিংকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে অনলাইন জুয়ায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

র্যাব আরও জানায়, অভিযান চলাকালে তার শয়নকক্ষ থেকে জুয়ার কাজে ব্যবহৃত একটি ল্যাপটপ, দুটি স্মার্টফোন, চারটি সিমকার্ড এবং নগদ ১ হাজার ৯৭০ টাকা জব্দ করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি অনলাইন জুয়া পরিচালনার বিষয়টি স্বীকার করেছেন বলে র্যাব দাবি করেছে।

এ ঘটনায় গাংনী থানায় জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০২৬-এর ১৬, ১৭, ১৯(১) ও ২৫ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অনলাইন জুয়াসহ সব ধরনের অপরাধ দমনে র্যাবের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং ভবিষ্যতে তা আরও জোরদার করা হবে র্যাব বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।

মাদক, অনলাইন জুয়া ও আত্মহত্যা বিষয়ে সচেতন হতে হবে

মেহেরপুর সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকাসক্তি, অনলাইন জুয়া, আত্মহত্যা প্রতিরোধ এবং নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার জেলা পুলিশ,এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে কলেজ মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মাদকের ভয়াবহতা, অনলাইন জুয়ার প্রতারণা এবং আত্মহত্যার মতো সামাজিক সমস্যার বিষয়ে সচেতন থাকার আহ্বান জানান। তিনি অল্প বয়সে হেলমেট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া মোটরসাইকেল না চালানোর পরামর্শ দিয়ে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

এ সময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রেজেন্টেশন স্লাইড প্রদর্শন করা হয়। পাশাপাশি বাস্তব জীবনভিত্তিক বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয় এবং সঠিক উত্তরদাতাদের মাঝে উপহার বিতরণ করা হয়।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর। এছাড়াও কলেজের শিক্ষকবৃন্দ এবং বিভিন্ন বিভাগের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, মাদক, অনলাইন জুয়া ও আত্মহত্যার মতো সামাজিক

ব্যাধি প্রতিরোধে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুস্থ ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব।

দুই সপ্তাহে গ্রেপ্তার ১০ অনলাইন জুয়ার এজেন্ট-জুয়াড়ী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব এলাকা থেকে আল সাহাব (২২) নামের আরও এক অনলাইন জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ। এনিয়ে দুই সপ্তাহে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট-জুয়া খেলার সাথে জড়িত ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের অব্যহত অভিযান অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের মধ্যে গ্রেপ্তার আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশের প্রেস রিলিজ থেকে জানা গেছে, গত বুধবার (২০ মে) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে মেহেরপুর গাংনী থানাধীন গাড়াডোব এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ডিবির একটি চৌকস টিম তাকে গ্রেফতার করে। সাংবাদিকদের প্রেস রিলিজের মাধ্যমে তার গ্রেপ্তারের তথ্য নিশ্চিত করেন। আল সাহাব গাড়াডোব পুকুরপাড়ার বাসিন্দা। এ সময় তার হেফাজত থেকে একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি এ-৫৪ ফাইভ-জি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার ও রবিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবির ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনী থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে অনলাইন জুয়া খেলা ও পরিচালনার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে মেহেরপুর ডিবি পুলিশ। এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় সাইবার সুরক্ষা আইন-২০২৬ এর আওতায় পৃথক দুটি মামলা রুজু হয়।

সেই মামলায় গ্রেপ্তারকৃতদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার বিকেলে গাড়াডোব এলাকায় অভিযান চালিয়ে আল সাহাবকে একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি এ-৫৪ ফাইভ-জি মোবাইল ফোনসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিবির ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ প্রেস রিলিজে জানান, সাহাবের মোবাইল ফোন প্রাথমিকভাবে বিশ্লেষণ করে অনলাইন জুয়ার চ্যানেলে লেনদেনসহ মালয়েশিয়ার মুদ্রায় বেআইনি ই-লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া তার মুঠোফোনে থাকা চারটি ই-মেইলে ১৩টি অনলাইন জুয়ার আইডির তথ্যও পাওয়া গেছে। গ্রেফতারকৃত সাহাবকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

অনলাইন জুয়াড়িদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে, পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৮ মে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে পুলিশ অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট আক্তারুজ্জামান ফিলসনকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে সাইবার সুরক্ষা আইনের দুটি মামলা এবং একটি রাজনৈতিক মামলা রয়েছে।

১২ মে মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর থেকে মাসুদ রানাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া মাসুদ রানা মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মনোয়ার হোসেন ও উলফতুন্নেছা দম্পতির ছেলে। অভিযানের সময় তার কাছ থেকে একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

১৮ মে মেহেরপুর শহরের চাঁদবিল ঈদগাহপাড়া এলাকার বাসিন্দা সুয়াইব আহম্মেদ সৌমিক (২৫) কে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। তার কাছ থেকে একটি আইফোন ১৬ প্রো ম্যাক্স জব্দ করা হয়েছে।

৭ ও ৮ মে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে রোহান আলী ওরফে রাকেশ (২০), মৃত শহিদুল ইসলামের ছেলে অনলাইন জুয়াড়ি ফয়সাল আহমেদ (২৮) এবং সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামের মোখলেসুর রহমানের ছেলে রনি মিয়া (২৭)-কে।

ডিবি জানায়, গ্রেপ্তারের সময় আসামিদের কাছ থেকে তিনটি স্মার্টফোন, কয়েকটি সিমকার্ড এবং প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত নগদ ১৭ হাজার ৪৪০ টাকা জব্দ করা হয়।

১৬ মে মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশন চক্রের বিরুদ্ধে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) চলমান অভিযানে রাফসান জনি রিপন (৩২) নামে এক কথিত জুয়ার এজেন্টসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে রাতভর পৃথক অভিযানে তাদের আটক করা হয়। জব্দ করা হয়েছে একাধিক স্মার্টফোন। এসব ফোনে অনলাইন জুয়ার একাধিক অ্যাকাউন্ট, ই-মেইল আইডি ও অবৈধ ডলার লেনদেনের তথ্য পাওয়ার দাবি করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার হওয়া অন্যরা হলেন ফাহাদ হাসান জুনায়েদ (১৯), বায়েজিদ ডালিম (৩০) ও রকিবুল ইসলাম (৩৫)।

১৫ মে রাতভর মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান পরিচালনা করা হয়। সম্প্রতি অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশন চক্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থানে থাকা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর সরাসরি তদারকিতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানগুলো পরিচালিত হয়।

প্রথমে সদর উপজেলার চাঁদবিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে বায়েজিদ ডালিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড-৫ মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। ফোনটি প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করে Binance অ্যাপের মাধ্যমে অবৈধ ডলার কেনাবেচা এবং অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করার তথ্য পাওয়া যায় বলে জানিয়েছে পুলিশ। একই সঙ্গে ফোনে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত চারটি ই-মেইল ঠিকানার তথ্যও পাওয়া গেছে।

পরে বায়েজিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে রকিবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি ওপো স্মার্টফোন ও একটি ভিভো ওয়াই-০৩টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। ফোন দুটি যাচাই করে অনলাইন জুয়া খেলা এবং Binance এর মাধ্যমে অবৈধ ডলার লেনদেনের তথ্য মিলেছে বলে দাবি ডিবির।

এদিকে ডিবির আরেকটি দল সদর উপজেলার গাড়াডোব এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাফসান জনি রিপনকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তার কাছ থেকে একটি রেডমি নোট ১৪ প্রো মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ফোনটি প্রাথমিক যাচাই-বাছাই করে ৩৭টি ই-মেইল আইডি এবং ২৯টি অনলাইন জুয়ার অ্যাকাউন্টের তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পরবর্তীতে রাফসান জনির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমঝুপি এলাকা থেকে ফাহাদ হাসান জুনায়েদকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি ওপো এ-৩৮ মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ফোনটি পরীক্ষা করে সাতটি ই-মেইল আইডিসহ অনলাইন জুয়া-সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট অ্যাকাউন্টের তথ্য

পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে ডিবি।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তারকৃতরা নিজেদের ও অন্যের নামে নিবন্ধিত সিম ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন জুয়া পরিচালনা, জুয়ায় অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়াই মোবাইল ব্যাংকিং ও Binance অ্যাপ ব্যবহার করে অবৈধ ই-ট্রানজেকশন করার কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি পুলিশের।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায় অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এমন বক্তব্যর পর থেকে নড়েচড়ে বসে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

মেহেরপুরে আরও এক অনলাইন জুয়াড়ি গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব এলাকা থেকে আল সাহাব (২২) নামের আরও এক অনলাইন জুয়াড়িকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ।

আল সাহাব গাড়াডোব পুকুরপাড়ার বাসিন্দা। এ সময় তার হেফাজত থেকে একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি এ-৫৪ ফাইভ-জি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

বুধবার (২০ মে) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে মেহেরপুর গাংনী থানাধীন গাড়াডোব এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ডিবির একটি চৌকস টিম তাকে গ্রেফতার করে। সাংবাদিকদের প্রেস রিলিজের মাধ্যমে তার গ্রেফতারের তথ্য নিশ্চিত করেন।

পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার ও রবিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবির ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনী থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে অনলাইন জুয়া খেলা ও পরিচালনার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে মেহেরপুর ডিবি পুলিশ। এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় সাইবার সুরক্ষা আইন-

২০২৬ এর আওতায় পৃথক দুটি মামলা রুজু হয়।

সেই মামলায় গ্রেফতারকৃতদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার বিকেলে গাড়াডোব এলাকায় অভিযান চালিয়ে আল সাহাবকে একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি এ-৫৪ ফাইভ-জি মোবাইল ফোনসহ গ্রেফতার করা হয়।

ডিবির ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ প্রেস রিলিজে জানান, সাহাবের মোবাইল ফোন প্রাথমিকভাবে বিশ্লেষণ করে অনলাইন জুয়ার চ্যানেলে লেনদেনসহ মালয়েশিয়ার মুদ্রায় বেআইনি ই-লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া তার মুঠোফোনে থাকা চারটি ই-মেইলে ১৩টি অনলাইন জুয়ার আইডির তথ্যও পাওয়া গেছে। গ্রেফতারকৃত সাহাবকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

অনলাইন জুয়াড়িদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুরে আরও এক অনলাইন জুয়াড়ি গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশন চক্রের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গ্রেপ্তার হওয়া আসামিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে একটি আইফোন ১৬ প্রো ম্যাক্স জব্দ করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি হলেন সুয়াইব আহম্মেদ সৌমিক (২৫)। তিনি মেহেরপুর শহরের চাঁদবিল ঈদগাহপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ জানায়, রোববার (১৭ মে) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ডিবির একটি দল মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল এলাকার কোলার মোড়ে অভিযান চালায়। এ সময় ‘আসলাম অটোস’ নামের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

থেকে সৌমিককে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে গত শুক্রবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় পৃথক অভিযান চালিয়ে বায়েজিদ ডালিমসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। ওই ঘটনায় মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় সাইবার সুরক্ষা আইন-২০২৬ এ পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়।

ডিবি পুলিশের দাবি, ওই মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রোববার বিকেলে চাঁদবিল এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে সৌমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার বড় নেটওয়ার্কে অভিযান, রাফসান জনিসহ গ্রেপ্তার ৪

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশন চক্রের বিরুদ্ধে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) চলমান অভিযানে রাফসান জনি রিপন (৩২) নামে এক কথিত জুয়ার এজেন্টসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে রাতভর পৃথক অভিযানে তাদের আটক করা হয়। জব্দ করা হয়েছে একাধিক স্মার্টফোন। এসব ফোনে অনলাইন জুয়ার একাধিক অ্যাকাউন্ট, ই-মেইল আইডি ও অবৈধ ডলার লেনদেনের তথ্য পাওয়ার দাবি করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার হওয়া অন্যরা হলেন ফাহাদ হাসান জুনায়েদ (১৯), বায়েজিদ ডালিম (৩০) ও রকিবুল ইসলাম (৩৫)।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার (১৫ মে) রাতভর মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান পরিচালনা করা হয়। সম্প্রতি অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশন চক্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থানে থাকা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি

মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর সরাসরি তদারকিতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানগুলো পরিচালিত হয়।

প্রথমে সদর উপজেলার চাঁদবিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে বায়েজিদ ডালিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড-৫ মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। ফোনটি প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করে Binance অ্যাপের মাধ্যমে অবৈধ ডলার কেনাবেচা এবং অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করার তথ্য পাওয়া যায় বলে জানিয়েছে পুলিশ। একই সঙ্গে ফোনে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত চারটি ই-মেইল ঠিকানার তথ্যও পাওয়া গেছে।

পরে বায়েজিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে রকিবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি ওপো স্মার্টফোন ও একটি ভিভো ওয়াই-০৩টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। ফোন দুটি যাচাই করে অনলাইন জুয়া খেলা এবং Binance এর মাধ্যমে অবৈধ ডলার লেনদেনের তথ্য মিলেছে বলে দাবি ডিবির।

এদিকে ডিবির আরেকটি দল সদর উপজেলার গাড়াডোব এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাফসান জনি রিপনকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তার কাছ থেকে একটি রেডমি নোট ১৪ প্রো মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ফোনটি প্রাথমিক যাচাই-বাছাই করে ৩৭টি ই-মেইল আইডি এবং ২৯টি অনলাইন জুয়ার অ্যাকাউন্টের তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পরবর্তীতে রাফসান জনির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমঝুপি এলাকা থেকে ফাহাদ হাসান জুনায়েদকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি ওপো এ-৩৮ মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ফোনটি পরীক্ষা করে সাতটি ই-মেইল আইডিসহ অনলাইন জুয়া-সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট অ্যাকাউন্টের তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে ডিবি।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তারকৃতরা নিজেদের ও অন্যের নামে নিবন্ধিত সিম ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন জুয়া পরিচালনা, জুয়ায় অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়াই মোবাইল ব্যাংকিং ও Binance অ্যাপ ব্যবহার করে অবৈধ ই-ট্রানজেকশন করার কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি পুলিশের।

ডিবি পুলিশের ভাষ্য, অনলাইন জুয়ার এই বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গ্রামের বেকার যুবক ও সাধারণ মানুষকে দ্রুত লাভের প্রলোভনে ফেলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অনেকে সর্বস্ব হারিয়ে হতাশা,

মাদকাসক্তি ও বিভিন্ন সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ছেন।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় সাইবার সুরক্ষা আইন-২০২৬ এর আওতায় পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অনলাইন জুয়াড়ি গাড়াডোবের ফয়সালসহ গ্রেফতার-৩

মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে ওঠে পার্ট টাইম জবের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন ঘরে বসেই আয় করুন। শুরুতে ভুক্তোভোগী পেয়েছিলেন অল্প কিছু লাভ। কয়েকদিনের মধ্যেই সেই লাভের স্বপ্ন পরিণত হয় দুঃস্বপ্নে। ধাপে ধাপে খোয়াতে হয়েছে লাখ টাকা।

আর সেই ঘটনার তদন্ত করতে গিয়েই রাজধানী ঢাকা থেকে মেহেরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এক ভয়ংকর সাইবার প্রতারণা চক্রের সন্ধান পেয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

ডিবির তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ফেসবুকে চাকরির বিজ্ঞাপন দিয়ে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলা হতো। এরপর টেলিগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপের গোপন গ্রুপে যুক্ত করে “অনলাইন টাস্ক” সম্পন্নের নামে অর্থ বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করা হতো।

শুরুতে অল্প লাভ দেখিয়ে আস্থা অর্জন করলেও পরে বড় অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিত চক্রটি।

মামলার নথি সূত্রে জানা গেছে, এক নারী ফেসবুকে প্রকাশিত একটি পার্ট-টাইম চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে যোগাযোগ করেন। পরে তাকে বিভিন্ন টেলিগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ আইডির মাধ্যমে “টাস্ক” সম্পন্ন করে লাভের আশ্বাস দেওয়া হয়। প্রথমদিকে সামান্য লাভ পেলেও পরবর্তীতে তাকে বিকাশ, নগদ ও বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে বলা হয়। গত ১৩ মার্চ থেকে ২৩ মার্চের মধ্যে ধাপে ধাপে তার কাছ থেকে প্রায় ২ লাখ ৮ হাজার ৮৬০ টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারক চক্রটি।

পরে কোনো লাভ বা কাজ না পেয়ে প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি রাজধানীর কলাবাগান থানায় মামলা দায়ের করেন।

তদন্তে প্রযুক্তির সহায়তায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিবির সাইবার টিম মেহেরপুরের কয়েকজনের সংশ্লিষ্টতার তথ্য পায়।

পরে গত ৭ ও ৮ মে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে রোহান আলী ওরফে রাকেশ (২০), মৃত শহিদুল ইসলামের ছেলে অনলাইন জুয়াড়ি ফয়সাল আহমেদ (২৮) এবং সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামের মোখলেসুর রহমানের ছেলে রনি মিয়া (২৭)-কে।

ডিবি জানিয়েছে, গ্রেপ্তারের সময় আসামিদের কাছ থেকে তিনটি স্মার্টফোন, কয়েকটি সিমকার্ড এবং প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত নগদ ১৭ হাজার ৪৪০ টাকা জব্দ করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা দীর্ঘদিন ধরে অনলাইনে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাতের কথা স্বীকার করেছে বলেও দাবি তদন্ত কর্মকর্তাদের।

মামলার তদন্তে আরও কয়েকজনের নাম উঠে এসেছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন সাঈদ মোহাম্মদ হাসান জোহা (৪৩) ও তার স্ত্রী নূরজাহান খাতুন (৩৯)। ডিবির দাবি, তারা ঢাকার মিরপুর ডিওএইচএস এলাকায় অবস্থান করে প্রতারণামূলক অর্থ লেনদেন পরিচালনা করতেন।

পরবর্তীতে ঢাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদেরও গ্রেফতার করা হয়।

ডিএমপির মিডিয়া উইং সূত্র জানিয়েছে, এর আগে গ্রেপ্তার হওয়া কয়েকজন আসামির জিজ্ঞাসাবাদ থেকেই রোহান আলী ওরফে রাকেশসহ অন্যদের নাম উঠে আসে। পরে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তাদের অবস্থান শনাক্ত করে মেহেরপুরে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

তদন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, এটি একটি সংঘবদ্ধ সাইবার প্রতারণা চক্র। তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, বিশেষ করে ফেসবুক, টেলিগ্রাম, টিকটক ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবহার করে চাকরি, অনলাইন ইনকাম ও বিনিয়োগের লোভ দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে টার্গেট করত।

এরপর মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করে আত্মসাৎ করত। এ ঘটনায় শনিবার (৯ মে) গ্রেপ্তার তিন আসামির বিরুদ্ধে ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হলেও আদালত তাদের

১ দিন করে মোট ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। তদন্ত কর্মকর্তাদের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে চক্রটির আরও সদস্য, অর্থ লেনদেনের উৎস এবং আত্মসাৎ করা টাকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপপরিদর্শক নজরুল ইসলাম বলেন, ‘অনলাইনে পার্ট-টাইম চাকরি, বিনিয়োগ ও দ্রুত লাভের প্রলোভন দেখিয়ে একটি সংঘবদ্ধ চক্র দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিল।

প্রযুক্তিনির্ভর তদন্তের মাধ্যমে মেহেরপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন, সিমকার্ড ও নগদ অর্থ জব্দ করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা প্রতারণার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।

পরে তাদের ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত রিমান্ড মঞ্জুর করেন। চক্রের অন্য সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুরে আত্মগোপনে থাকা ক্যাসিনো এজেন্ট গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে অনলাইন ক্যাসিনো ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশন চক্রের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানে মাসুদ রানা নামের আরও এক এজেন্টকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

সোমবার দুপুর ২টার দিকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি মুহাদ্দিদ মোরশেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে কোমরপুর বাজারের ‘রোজ ফ্যাশন’ ঘেরাও করে অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ।

এ সময় সেখান থেকে মাসুদ রানাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানের সময় তার কাছ থেকে একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে। তবে পুলিশ মঙ্গলবার সকালে গণমাধ্যমকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে নিশ্চিত

করেছেন।

গ্রেপ্তার হওয়া মাসুদ রানা মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মনোয়ার হোসেন ও উলফতুন্নেছা দম্পতির ছেলে। তিনি কোমরপুর বাজারের ‘রোজ ফ্যাশন’ নামের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি অনলাইন জুয়া পরিচালনা ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশনের অভিযোগে মুজিবনগর থানায় সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫-এর ২০(২)/২৪(২)/২৭(২) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় প্রথমে ১৬ জনের নাম উল্লেখ করা হলেও পরে তদন্তে আরও কয়েকজনের সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়। ওই মামলার ১১ নম্বর এজাহারভুক্ত আসামি মাসুদ রানা গ্রেপ্তার এড়াতে দীর্ঘদিন আত্মগোপনে ছিলেন। তবে গোপনে মাঝে মাঝে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আসতেন বলে তথ্য পায় ডিবি পুলিশ।

এর আগে একই মামলায় অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্ট মুকুল ইসলামকে (৩৩) গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। পরে আদালতে দেওয়া তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির ভিত্তিতে আরও ১৫ জনকে মামলার এজাহারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ পর্যন্ত দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও একজন জামিনে মুক্ত হয়েছেন। অধিকাংশ আসামি এখনও পলাতক রয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোরশেদ চৌধুরী বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে সাইবার সুরক্ষা আইনের মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জব্দকৃত মোবাইল ফোনের ফরেনসিক রিপোর্টে অনলাইন ক্যাসিনো পরিচালনা বা জুয়া সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে নতুন মামলা করা হবে।’

তিনি আরও জানান, আজ মঙ্গলবার (১২ মে) আসামিকে আদালতের পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।